ক্রমিক নং-১৪

২০৩১ সালে ময়মসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই

ক্যাডেট সোনিয়া

ক্যাডেট নং- ১৬০৭

একাদশ শ্রেণী

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ

ভূমিকা ঃ

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশা নেশা

রুধীর-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপন্নব হ্রেষা

কাজী নজরুল ইসলাম

পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। নতুন 'নতুন স্বপ্ন'। পৃথিবীর মানুষ এই নতুন স্বপ্নে বিমোর। আমারা বুঝতে পারছি যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। নতুন বিপ্লব। এই বিপ্লবের ও নতুন জীবনাদর্শের তাৎপর্যই আলাদা। এই নতুন জীবনাদর্শের মূল কথাই হচ্ছে জীবনকে ঋদ্ধ ও পরিপূর্ণ করা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে পাল্টে যাচ্ছে সভ্যতার রূপ। পাল্টে যাচ্ছে তার পরিপার্শ্বিক জীবন ব্যবস্থা। সময়ের পরিবর্তনে বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর সব আবিস্কার ও অভূতপূর্ব উন্নয়নকে পেছনে ফেলে মানব সভ্যতা পা দিয়েছে সর্বাধিক উন্নত আর আধুনিক এই যুগে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ আজ একান্ত উদগ্রীব এই যুগের চ্যালেঞ্জকে সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করতে। সময় থেমে থাকে না, সে কেবলই চলে। সময়ের তীরে তীরে গড়ে ওঠে জীবনের, সভ্যতার ভাঙাগড়ার খেলাঘর। সভ্যতা আর সমাজের এমনি পরিবর্তনের সময় তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও প্রস্তুতি চলছে নিজেকে একটি আত্নমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠা করার। এক একটি দেশ বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মাধ্যমেই সম্ভব একটি দেশকে উন্নতির সর্বোচ্চে আরোহন করানো। প্রত্যেকটি শহরের, প্রত্যেকটি গ্রামের বর্তমান প্রেক্ষাপট পাল্টালে পাল্টে যাবে দেশের ছবি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে পাল্টাতে হবে নিজের শহরকে। 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহর হয়ে উঠবে পৃথিবীর উন্নত শহরগুলোর মধ্যে একটি।

বর্তমান পেক্ষাপটঃ-

উত্তর‍্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ

তাহার উত্তরে আছে হিমানী পরবত

(মৈমনসিংহ গীতিকা)

ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত, গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আমাদের ময়মনংিহ জেলা। বিল-ঝিল, হাওর-বাওর ছাড়াও নানা চলাশয় আমাদের মাটিকে করেছে উর্বর। ১৭৮৭ সালে সবপ্রথম মমনসিংহ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন থেকেই ময়মনসিংহ শহরের উৎপত্তি।অতীতে এ শহরের অবস্থা ছিলো অত্যন্তভালো।কারণ সোনালী আঁশের তথা পাটের উৎপাদন ছিলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।তাছাড়াও সে সময়ের বিখ্যাত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠ লাভ করেছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় ময়মনসিংঅহ শহরের উন্নতি সেরকম ভাবে হয় নি। রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী শহর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শহরের অধিকাংশ মানুষের নেই কোন নাগরিক অধিকার। তারা তাদের সামাজিক,রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। আমাদের শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি থাবা গেড়ে বসেছে। শহরের এতো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নেতৃস্থানীয় মানুষেরা আজ হা-পা গুটিয়ে বসে আছেন এছড়া ময়মনসিংহ জেলা ভুমিকম্প প্রবণ অঞ্চল। 'রেড জোন' বা বিপজ্জনক সীমার মাঝে থাকার জন্য যে কোন সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প ঘটতে পারে। অথচ যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই আমাদের শহরে। অপরদিকে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে শহরের সৌন্দর্যই শুধুনষ্ট হচ্ছে না, এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষে একবিংশ শতাব্দীর নতুনা এই যুগে, আমরা , শহরের নাগরিকরা বিজ্ঞানের নতনি নতুন সব আবিস্কারের সুবিধা ভোগ করতে পারছিনা। সর্বোপরি উন্নয়নের মাত্রায় আমাদের শহর এখন পর্যন্ত আশার আলো দেখতে পায়নি। অতীতের ঐতেহ্য এবং বর্ত;মানের চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে তাই আমাদের শহরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অগ্রসরমান ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরঃ

বুভুক্ষ প্রাণের তলে তব আশা জাগে

প্রভাত আসিবে দিক ভরি রক্ত রাগে

(আজিজুল হাকিম)

অনগ্রসর ময়মনসিংহ শহরকে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত শহরগুলোতে রূপান্তর করবার আশা আমাদের সকলের। এই আশা আর দৃঢ় মনোবলের মাধ্যমেই আমরা পেতে পারি আমাদের স্বপ্নের ময়মনসিংহ শহরকে।

নিম্নে আমাদের শহরের রুপ এবং তা বাস্তবায়নের উপায়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

নগরায়নঃ-

অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থার কারণে আমাদের শহরের অধিকাংশ মানুষের বাসস্থানসহ , কর্ম ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে কৃষি জমিগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী নগরায়ন এবং তার বাস্ত বায়ন প্রয়োজন।

পরিকল্পনা সমূহঃ-

দারিদ্র জনগণের জন্য আবাসিক এলাকা গড়ে তুলতে হবে। সর্বনিম্ন মানের জীবনযাত্রা থেকে তাদেরকে যথাযথ পরিমান নাগরিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। স্যানিটেশন, বিদুৎতায়নসহ যতদূর সম্ভব নাগরিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

- **আবাসিক এলাকার কাছাকাছি কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। কারণ, কলকারখানার বর্জ্যজদার্থসমূহ সঠিক জায়গায় না ফেললে পরবর্তীতে আবাসিক এলাকার পরিবেশ এবং জনগণের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়।**
- **সাধারণ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নাগরিক ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে।প্রত্যেকটি বাড়ি এবং বাড়ির চারপাশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন দুর্যোগের সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর যায়।**
- **পরিকল্পিতভাবে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। বর্জ্য পদার্থ শুধুমাত্র নদীতে না ফেলে অন্যান্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। নালা এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের পথগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার**

এই স্বপ্নের শহর বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক এবং সরকারের ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সরকারের দায়িত্বঃ নাগরিকদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা।

*** 'হাউজ বিল্ডিং' এর নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য যথাযথ আইন প্রয়োগ করা।**

*** কলকারখানা যেন আবাসিক এলাকার মাঝে না গড়ে ওঠেছ সে বীাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।**

*** নগরায়নের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক যেন অনুমোদিত হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা।**

নাগরিকদের দায়িত্ব ঃ * প্রত্যেক নাগরিকদের নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

*** পরিবেশ এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।**

*** সরকরি বস্তুসমূহ যত্নের সাথে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।**

সামাজিক পরিবর্তন ঃ- * আমাদের শহরের তথা আমাদের সমাজের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। এছাড়াও অশিক্ষা, জনসংখ্যা সমস্যা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অপরাধ, সন্ত্রাস ইত্যাদি মুক্ত করে ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহর গড়তে হবে।

দারিদ্র্যঃ ময়মনসিংহ শহরের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র। দারিদ্র্য দুর করবার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। শুধুমাত্র একটি পেশা নয় বহুমুখী পেশা তৈরি করে নিতে হবে।

জনসংখ্যা ঃ ময়মনসিংহ শহরে মানুষের ঘনত্ব ১০২৭ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে এবং পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে শহরের ঘনত্ব স্থির রাখতে হবে। উপযুক্ত বন্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যার চাপ কমাতে হবে।

অপরাধ ঃ পুলিশ বাহিনীর সদস্যের শহরের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ২০৩১ সালের মাঝে সকল এলাকাকে সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অন্ততপক্ষে প্রত্যেকটি এলাকার পাশে একটি করে পুলিশ ফাঁড়ি অথবা এমন ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে যেন কোনো বাড়িতে কোনো সমস্যা হলে মুঠোফোনের মাধ্যমে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। সর্বোপরি পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সন্ত্রাসমুক্ত, অপরাধমুক্ত শহর ময়মনসিংতে তখন আর মোনুষ, কোনো নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারাবে না।

অর্থনীতি ঃ- অর্থনীতিকে সচল করবার জন্য আমাদের যুব সমাজকে কাজে লাগাতে হবে। অপরদিকে বোরীথচ শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা নির্বাচন করে দিতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষই নয় নারীদের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ থাকবে শহরের অর্থনীতিতে ।

- শহরের বিভিন্ন কলকারখানা ছাড়াও কুটির শিল্প তাতঁশিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মাঝারি এবং ক্ষুদ্র
- শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি থাকবে স্বয়ংসম্পুর্ন। একটি বড়ি একটি খামার এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমাদের অর্থনীতি থাকবে চাঙা। প্রত্যেকটি বাড়িতে তাদের প্রধান কর্মক্ষম ব্যাক্তি ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরাও উপার্জন করবে। বিল্ডিং বাড়িতেও গাছ লাগিয়ে একটি বাড়তি উপার্জনের পদ্বতি আবিষ্কার করা যায়।

পরিবেশঃ-

- ময়মনসিংহ শহরের চারপাশে এখন গড়ে উঠছে অসংখ্য বাড়ি। তাই আজ আমদের মাটিতে বনায়ন কারা সম্ভবপর নয়। গাছ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। বিল্ডিংগুলোতে ছাদে বাগান করা সম্ভব। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিকল্পিতভাবে পার্ক, বাগান ইত্যাদি তৈরি করতে হবে। সবুজ শহর এই মতবাদ নিয়ে ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ হবে আদর্শ একটি নগরী।
- কলকারখানা এবং বর্জ্য অপসারণের জন্য শুধু নদী নয়, বিভিন্ন কাজে আবর্জনা ব্যবহারের পদ্বতি আবিস্কার করতে হবে। অনেক দেশেই বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য দিয়ে ----এর মতো গ্যাস ব্যবহার করে গাড়ি চালানো হয়। শহরকে অবশ্যই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- রাস্তার চারপাশে , ফুটপাতের ধারে গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগালে একদিকে যেমন রাস্তার পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হবে তেমনি পরিবেশের উপকারী উপাদান বৃদ্বি পাবে ।
- রাসতার পাশে কোনো ডাস্টবিন থাকবে না । কারণ এতে বিভিন্ন প্রকার বায়ু বাহিত রোগ ছড়ায়। পৌরসভার কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবে ।
- শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঢাকনাযুক্ত অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন করতে হবে।
- উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যানবাহনের ধোঁয়ায় ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ কমানো থাকবে।
  সবুজ বিপ্লব এর মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহরের পরিবেশ থাকবে অত্যন্ত মনোরম।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ-

একটি শহরের গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা। উন্নত শহরের একটি অন্যতম পরিচয় তার যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করতে হবে উন্নত। শহরের বিভিন্ন জায়গায় , বিভিন্নভাবে রাস্তাঘাটগুলোকে সংস্কার করতে হবে।

- রাস্তাঘাটগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করতে হবে। সর্বাধুনিক কাঁচামালের প্রয়োগ করে অত্যন্ত মজবুত যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

- শহরের অভ্যন্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে উন্নত। বাস সার্ভিস চালু থাকবে। তবে শুধুমাত্র পেশাদার এবং উপযুক্ত চালকরাই গাড়ি চালানোর অনুমতি পাবে।
- বিভিন্ন হাইওয়েতে মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য বাস সার্ভিস থাকবে। বেসরকারী বাস সুবিধার চেয়ে সরকারী বাসের পরিমাণ বেশি থাকরে।
- আমদানী, রপ্তানীর সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি কলকারখানার সাথে মালামাল পরিবহনের জন্য গাড়ি থাকবে।
- রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা ঠিক করবার জন্য নির্দিষ্ট সরকারী লোক থাকবে।
- দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য উপযুক্ত গাড়ি চালককে দিয়ে গাড়ি চালাতে দিতে হবে। রাতে গাড়ি চালানোর সময় বা অন্য কোন ব্যস্ত সময়ে গাড়ি চালানোর জন্য গাড়ি চালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- যাত্রী এবং গাড়ি চালক উভয়কেই আইনের প্রতি শ্রদ্বাশীল থাকতে হবে।
- পথচারীরা অবশ্যই ওভার ব্রিজ অথবা দেখে রাস্তা পারাপার হবে।
- ব্রহ্মপুত্রের অপর পারকে উন্নত করবার লক্ষ্যে প্রায়োজন বোধে বিভিন্ন প্রকার সেতু নির্মান করতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাঃ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষিত জাতির দ্বারাই এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা সম্ভব। শিক্ষা মহর বলেখ্যাত ময়মনসিংহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে আরো উন্নত করতে হবে। যেমনঃ-

- ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় টি হবে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন জাতির ছাত্রছাত্রীরা এসে এই বিদ্যাপিঠ থেকে শিক্ষা নেবে।
- স্বাক্ষরতার হার ৩৯% থেকে ১০০% নিয়ে যেতে হবে। স্বশিক্ষা এবং সুশিক্ষ উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এদেশের জনগণ ।
- মেডিকেল কলেজটিকে আরও উন্নত করা হবে ।
- গরিব এবং সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- বয়স্কদের জন্য থাকবে গণ শিক্ষার স্কুল। নৈশকালীন বিদ্যালয়ে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

দুর্যোগ মোকাবেলাঃ-

শহরের প্রধান দুটি দুর্যোগ ভূমিকম্প এবং বন্যা। বন্যা এবং ভূমিকম্প মোকাবেলায় শহরে থাকবে উপযুক্ত প্রস্তুতি ।

- বাড়িঘর নির্মাণের পূর্বে প্রত্যেক বাড়ি তৈরি নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি হলো কিনা সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। নাগরিকরা নিজ বাড়ি নির্মাণের পূর্বে সে বাড়ির স্থায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে।
- ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে নাগরিকদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে জানমালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা থাকবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঃ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ময়মনসিংহ শহর থাকবে সবচেয়ে এগিয়ে। সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি থাকবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবানে ভরপুর।

কৃষি আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষকদের উন্নতির জন্য, উন্নতমানের বীজ, স্যার, বিদ্যুৎ; ----- নিশ্চিত করতে হবে। দেশে ও দেশের মানুষের তথা শহরের মানুষদের সুবিধার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হ;বে। যেমনঃ শহরের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতা করবার লক্ষ্যে দ্রতগামী যানবাহন তৈরি করা।

শহরের গুরুত্বতপূর্ণ জায়গাসমূহে সুরক্ষার সুবিধার্থে বিজ্ঞারে বাস্তবমূখী প্রয়োগ থাকবে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের করণীয় ঃ

শহরের নাগরিকরাই একমাত্র ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরের বাস্তবায়ন করতে পারে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে, শহরের প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করলে, নিয়মিত কর প্রদান করলে অবশ্যই আমাদের ময়মনসিংহ শহর বিশ্বের একটি

অত্যন্ত অত্যাধুনিক নগরীতে পরিণত হবে। প্রাথমিকভাবে নগরায়ন সম্পন্ন করে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে শহরের পর্যটন ক্ষেত গুলো প্রতি । শশীলজ, মুক্তাগাছার রাজবাড়ি সহ উল্লেখযোগ্য পর্যটন ক্ষেত্র গুলো পতি আমাদের যত্নশীল থাকতে হবে। আমাদের একটু সচেতনতাই পারে আমাদের শহরকে পাল্টে দিতে পারে একটি নতুন স্বপ্নের সূচনা করতে।

উপসংহার ঃ-

এ মাটি আমার গর্ব

এ মাটি আমার কাছে সোনা

আমি করি তার জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষনা।

আমার এ শহর, আমার মাতৃভূমি সম। সমাজের কাছে আমরা প্রতিটি মানুষ দায়বদ্ধ

ঋণ পরিশোধের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যও আছে আমাদের। অন্নহীনে অন্ন এবং নিরক্ষরকে জ্ঞানের আলো দিয়ে আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে তহবে। শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আমাদের বাড়ির কাছের ছেট্ট কাজটি ও সুচারুভাবে করতে হবে। আমাদের হাতগুলোকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ‘এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ’ বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করে এ যুগে উন্নতি করা সম্ভব নয়। উন্নতি ও সাফল্য অর্জনের জন্য অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু করার প্রয়োজন নেই। যার যেটুকু সাধ্য তার মধ্য দিয়ে আমরা উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ ভাগ করতে পারি, ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ, গভীর রাতের অন্ধকার দূর করে, এই সাধ্যা ও সাধনা দিয়েই সব কিছু করা সম্ভব। সাধ্যমত চেষ্টা করলে, শ্রম দিলে, সাধ্যমতো উদ্যোগ নিলে, নিজের সাধ্য বা সামর্থ্যকে কাজে লাগালেই সমাজের অনেক বড় বড় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু এই সাধ্যেরই সদ্ব্যবহার করি না আমরা। সাধ্য থাকা সত্ত্বে বেশির ভাগ সময় আমরা নিষ্ক্রিয় ও উদ্যোগহীন। উদ্যোগ নিয়ে আমাদের শ্রম সাধনা করতে হবে। একই সাথে শহরের সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভাবনার নতুন দ্বারা।